আওয়ামীপন্থী আইনজীবীদের নির্বাচন বর্জনের ঘোষনা

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের চাপ প্রয়োগের অভিযোগ এনে ঝিনাইদহ জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে আওয়ামীপন্থী সম্মিলিত আইনজীবী পরিষদ নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দিয়েছেন।

আজ বুধবার (২৭ নভেম্বর) সকালে বারভবনে তারা এ ঘোষণা দেন। ঝিনাইদহ জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে সম্মিলিত আইনজীবী পরিষদ নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক এ্যাড. আজিজুর রহমান অভিযোগ করে বলেন, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে চাপ দিচ্ছে। এছাড়াও প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরাও নির্বাচন নিয়ে ষড়যন্ত্র করছে। এতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে। নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ না থাকায় আমরা নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দিচ্ছি। আমাদের কোন প্রার্থী বা সমর্থক এ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না।

এ ব্যাপারে জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনার এডভোকেট খায়রুজ্জামান জানান, জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে আমি নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্বে ছিলাম। গত ২৫ নভেম্বর বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার পক্ষ থেকে ৩ দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি প্রদান করেন। আমি তাদের দাবির বিষয়ে লিখিতভাবে বারকে জানায় সিদ্ধান্ত দেওয়ার জন্য কিন্তু বারের পক্ষ থেকে আমাকে কোন সিদ্ধান্ত দিলেন না। নির্বাচন নিয়ে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তাতে আমি নিরাপত্তাহীনতা বোধ করছি। সেকারণে আমি নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব থেকে নিজেও পদত্যাগ করেছি। লিখিত পদত্যাগপত্র আমি বারে দাখিল করেছি। এছাড়া আমার সাথে দু’জন সহকারী নির্বাচন কমিশনার ছিলেন। তারা হলেন এডভোকেট আব্দুল মালেক ও এডভোকেট তারিকুল আলম। তাদের মধ্যে এডভোকেট আব্দুল মালেকও পদত্যাগ করেছেন।

উল্লেখ্য, গত ২৫ নভেম্বর আইনজীবী সমিতি ভবনে নির্বাচনের দায়িত্বরত নির্বাচন কমিশনারের কাছে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের জেলা আহবায়ক আবু হুরাইরা ও সদস্য সচিব সাইদুর রহমান ৩ দফা দাবি সম্বলিত এক স্মারকলিপি লিপি প্রদান করেন। এতে বলা হয় এই নির্বাচনে আওয়ামী পন্থীদের অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হলে জুলাই

বিপ্লবের হাজারো শহীদের রক্তের সাথে বেইমানী করা হবে। তাদের কোন ভাবেই নির্বাচনে অংশ গ্রহন করতে দেওয়া হবে না।

২৮ নভেম্বর ভোটগ্রহণের দিন ধার্য্য ছিল। নির্বাচনে ভোটার রয়েছেন ৩২০ জন। নির্বাচনে বিএনপি জামায়াত ঐক্য পরিষদের সবুজ প্যানেলে ১৭ জন, আওয়ামীপন্থী সম্মিলিত আইনজীবী পরিষদরে লাল প্যানেলে ১৭ জন ও স্বতন্ত্র সাদা প্যানেলে ৩ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশ নেন।

মেহেরপুরে জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে বিএনপি পন্থীদের নিরঙ্কুশ বিজয়

মেহেরপুরে জেলা আইনজীবী সমিতির বার্ষিক নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে । নির্বাচনে ৯টি পদের মধ্যে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ ৬টি পদে বিএনপিপন্থী আইনজীবী ফোরাম এবং ৩টি পদে আওয়ামীলীগ পন্থী আইনজীবী পরিষদ নির্বাচিত হয়েছেন।

আজ শুক্রবার দিনব্যাপী ভোটগ্রহন শেষে বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে ।

সভাপতি পদে (বিএনপি) মারুফ আহমেদ বিজন ৮৫ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন, সভাপতি পদে (আওয়ামী লীগ) গোলাম মোস্তফা পেয়েছেন ৪১ ভোট। সাধারণ সম্পাদক পদে এ এস এম সাইদুর রাজ্জাক ৮২ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন, আওয়মী প্যানেলের নাজমুল হুদা পেয়েছেন ৪৪ ভোট, সহ-সভাপতি পদে রফিকুল ইসলাম (বিএনপি) ৬৯ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন, আওয়ামী প্যানেলের নজরুল ইসলাম পেয়েছেন ৫৩ ভোট।

আওয়ামী প্যানেলে থেকে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদে শাহরিয়ার মাহমুদ ৬৪ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। বিএনপি প্যানেলের এহান উদ্দিন মনা পেয়েছেন ৫৯ ভোট। আওয়ামী প্যানেল থেকে কোষাধক্ষ পদে রোকেয়া খাতুন ৬৩ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন, বিএনপি প্যানেলের সাইফুল ইসলাম

পেয়েছেন ৬১ ভোট, আওয়ামী প্যানেল থেকে পাঠাগার ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে নাগিব মাহফুজ জুয়েল ৬৪ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন, বিএনপি প্যানেলেরশফিউল আযম খান বকুল পেয়েছেন ৫৮ ভোট, বিএনপি প্যানেল থেকে সিনিয়র সদস্য মোখলেছুর রহমান স্বপন ৭২ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন, আওয়ামী প্যানেলের আবুল হাসেম পেয়েছেন ৪৯ ভোট, বিএনপি প্যানেল থেকে কার্যনির্বাহী সদস্য আ ন ম আল মামুন অনল ৭৪ ভোট এবং তারিক আহমেদ ৬২ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন, আওয়ামী প্যানেল থেকে এস এম আমানুল্লাহ আল আমান ৫৩ ভোট এবং সাব্বির হোসেন শিশির পেয়েছেন ৬০ ভোট।

আজ শুক্রবার সন্ধ্যা ছয়টায় ভোট গণনা শেষ বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার আইনজীবী বিমল কুমার বিশ্বাস।

আইনজীবী সমিতির ১৪১ জন ভোটারের মধ্যে ভোদ প্রদান করেন ১২৫ জন। এদিকে সকাল ৯টায় ভোটগ্রহণ শুরু হয় মেহেরপুর আইনজীবী সমিতির পুরাতন ভবনে। নামায ও মধ্যহু ভোজের বিরতি দিয়ে ভোট গ্রহণ করা বিকাল ৪টা পর্যন্ত। ভোটগ্রহণ উপলক্ষে মেহেরপুর কোর্ট এলাকায় উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতি নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা সম্পন্ন

মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির আসন্ন নির্বাচনে আওয়ামী আইনজীবী পরিষদ ও জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের সদস্যরা পূর্ণ প্যানেলে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।

আজ সোমবার মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিনে আওয়ামী আইনজীবী পরিষদের সভাপতি পদে এডভোকেট গোলাম মোস্তফা এবং সাধারণ সম্পাদক পদে অ্যাডভোকেট নাজমুল হুদা, সহ-সভাপতি পদে নজরুল ইসলাম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদে শাহরিয়ার মাহামুদ শাওন, কোষাধক্ষ পদে রোকেয়া খাতুন, লাইব্রেরী ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে নাগিব মহাফুজ

জুয়েল, সিনিয়র সদস্য পদে আবুল হাসেম এবং সদস্য পদে এসএম আমানুল্লাহ আল আমান ও সাব্বির হোসেন শিশির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান অ্যাডভোকেট বিমল কুমার বিশ্বাসের কাছে মনোনয়নপত্র জমা দেন।

এসময় পিপি পল্লব ভট্টাচার্য, অ্যাডভোকেট খন্দকার একরামুল হক হীরা, অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম, অ্যাডভোকেট শফিকুল আলম, অ্যাডভোকেট খন্দকার আব্দুল মতিন, এডভোকেট খ ম ইমতিয়াজ বিন হারুন জুয়েল, অ্যাডভোকেট এসএম আমানুল্লাহ আল আমান উপস্থিত ছিলেন।

অপর দিকে, জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের সভাপতি পদে মারুফ আহমেদ বিজন এবং সাধারণ সম্পাদক পদে এএস এম সাইদুল রাজ্জাক সাদ্দাম, সহ-সভাপতি পদে রফিকুল ইসলাম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদে এহান উদ্দিন মনা, কোষাধ্যক্ষ পদে সাইফুল ইসলাম, লাইব্রেরী ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে শফিউল আজম খান বকুল, সিনিয়র সদস্য পদে মোখলেসুর রহমান স্বপন এবং সদস্য পদে আল মামুন অনল ও তারিক আহমেদ নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান অ্যাডভোকেট বিমল কুমার বিশ্বাসের কাছে মনোনয়নপত্র জমা দেন।

এসময় আইনজীবী সমিতির বর্তমান সভাপতি এডভোকেট কামরুল হাসান, আবু সালেহ মোঃ নাসিম, আফরোজা বেগম ফাতেমা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সাংবাদিক সম্মেলন

মেহেরপুরে আপত্তিকর ভিডিও ধারণ করে ব্ল্যাকমেইল করা চক্রের নারী সহ আটলান্টিকা হোটেলের মালিক ও তার ছেলে গ্রেফতার “মুল হোতা মেহেরপুরের চার সাংবাদিক ও এক আইনজীবী” শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ হয় গত ১ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার।

প্রকাশিত ওই সংবাদের আংশিক উদ্দেশ্যে প্রণোদিত উল্লেখ করে গতকাল রবিবার দুপুর ২ টার সময় জেলা আইনজীবী ভবনে সংবাদ সম্মেলন করেন

জেলা আইনজীবী সমিতি।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেন সমিতির সভাপতি অ্যাড. মারুফ আহমেদ বিজন। এসময় তিনি বলেন, মেহেরপুর শহরের হোটেল আটলান্টিকা থেকে গ্রেফতারকৃত নারী ছন্দা, হোটেল মালিক মতিয়ার রহমান ও তার ছেলে মামুন গ্রেফতারের পর তাদের দেওয়া আদালতে ফৌ:কা:বি ১৬৪ ধারায় জবান বন্দী নিয়ে গত ১ ডিসেম্বর দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রথম পাতায় ২য় ৩য় ও ৪র্থ কলামে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

প্রকাশিত ওই সংবাদে বলা হয়েছে গ্রেফতারকৃত আসামি ছন্দা খাতুন তার জবানবন্দীতে মেহেরপুরের চার সাংবাদিক ও জেলা আইনজীবী সমিতির নব নির্বাচিত সভাপতি অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান এই চক্রের মূল হোতা হিসেবে উল্লেখ করা হয়। কামরুল হাসান এবং সে ২৫ হাজার টাকা প্রদানসহ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লোকজনের সাথে নারী সরবরাহের সাথে জড়িত। অপর আইনজীবী নিয়ামুল খানের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ তোলা হয়েছে। সংবাদে কিছু অংশ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত আখ্যা দেওয়া হয়েছে। তিনি আরো বলেন, কামরুল হাসানকে মূল হোতা উল্লেখ করা হয়েছি। কিন্তু তিনি দাবী করেন, ১৬৪ ধারায় কামরুলকে ভিকটিম করা হয়েছে, হোতা করা হয়নি।

এসময় সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট জিল্লুর রহমান, অ্যাডভোটে রফিকুল ইসলাম ও সদ্য নির্বাচিত সভাপতি অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান উপস্থিত ছিলেন। এসময় মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবে সভাপতি তোজাম্মেল আযম, সাধারণ সম্পাদক ও মেহেরপুর প্রতিদিনের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি ফারুক হোসেন, সাধারণ সম্পাদক ফজলুল হক মন্টুসহ জেলার বিভিন্ন গনমাধ্যম কর্মিরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে বিএনপি সমর্থিত

আইনজীবী পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ

মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে বিএনপি সমর্থিত জাতীয়তাবাদী আইনজীবী পরিষদ থেকে সভাপতিসহ ১২টি পদে বিজয়ী হয়েছে। সাধারণ সম্পাদকসহ ৩টি পদে বিজয়ী হয়েছেন আওয়ামী লীগ সমর্থিত বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবী ফোরাম থেকে।

সভাপতি পদে বিএনপি সমর্থিত কামরুল ইসলাম ৬১ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দী আওয়ামী লীগ সমর্থিত মিয়াজান আলী ৪৮ ভোট পেয়ে পরাজিত হয়েছেন। সাধারণ সম্পাদক পদে আওয়ামী লীগ সমর্থিত খ.ম ইমতিয়াজ বিন হারুন (জুয়েল) ৫৬ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রার্থী বিএনপি সমর্থিত এ এস এম সাইদুর রাজ্জাক ৫৩ ভোট পেয়ে পরাজিত হয়েছেন।

আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির বার্ষিক নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহবায়ক অ্যাড. বিমল কুমার বিশ্বাস ফলাফল ঘোষনা করেন। এসময় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য অ্যাড. সুজন কুমার মণ্ডল ও শফিউদ্দিন উপস্থিত ছিলেন।

অন্যান্য পদের মধ্যে বিএনপি সমর্থিত সহসভাপতি পদে রফিকুল ইসলাম ৬০ ভোট, হাসান মাহাবুবুর রহমান মুকুল ৫৩ ভোট, যুগ্ম সম্পাদক পদে রফিকুল ইসলাম-২ ৬২ ভোট, কোষাধাক্ষ পদে এহান উদ্দিন মনা ৫৪ ভোট, গ্রন্থাগার ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে সাইফুল ইসলাম সাহেব ৫৯ ভোট, সদস্য পদে মখলেছুর রহমান খান স্বপন ৬৬ ভোট, সেলিম রেজা ৫৫ ভোট, শফিবুল আযম খান বকুল ৬১ ভোট, সেলিম রেজা গাজী ৬০ ভোট, খুরশিদা খাতুন ৫৪ ভোট ও সেলিম রেজা কল্লোল ৬২ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন।

আওয়ামী লীগ সমর্থিত যুগ্ম সম্পাদক পদে কে এম নুরুল ইসলাম রঞ্জু ৫২ ভোট, ফয়সাল নাসরুল্লাহ কনক ৫৯ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন।

এদিকে, সকাল ৯টায় নির্বাচন শুরু হয়ে দুপুরে মধ্যহৃ ভোজ ও নামাযের বিরতি দিয়ে বিকাল ৪টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। ১৫টি পদের বিপরীতে দুটি প্যানেলে ৩০ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দীতা করেন। ১২৬ জন ভোটারের মধ্যে ১১১ জন ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। নির্বাচন উপলক্ষে আইনজীবী ভবন প্রাঙ্গনে উৎসবের আমেজ সৃষ্টি হয়।